১৯০৫ - ভান্ডার (মাসিক) - শ্রী তারক চন্দ্র রায়/ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

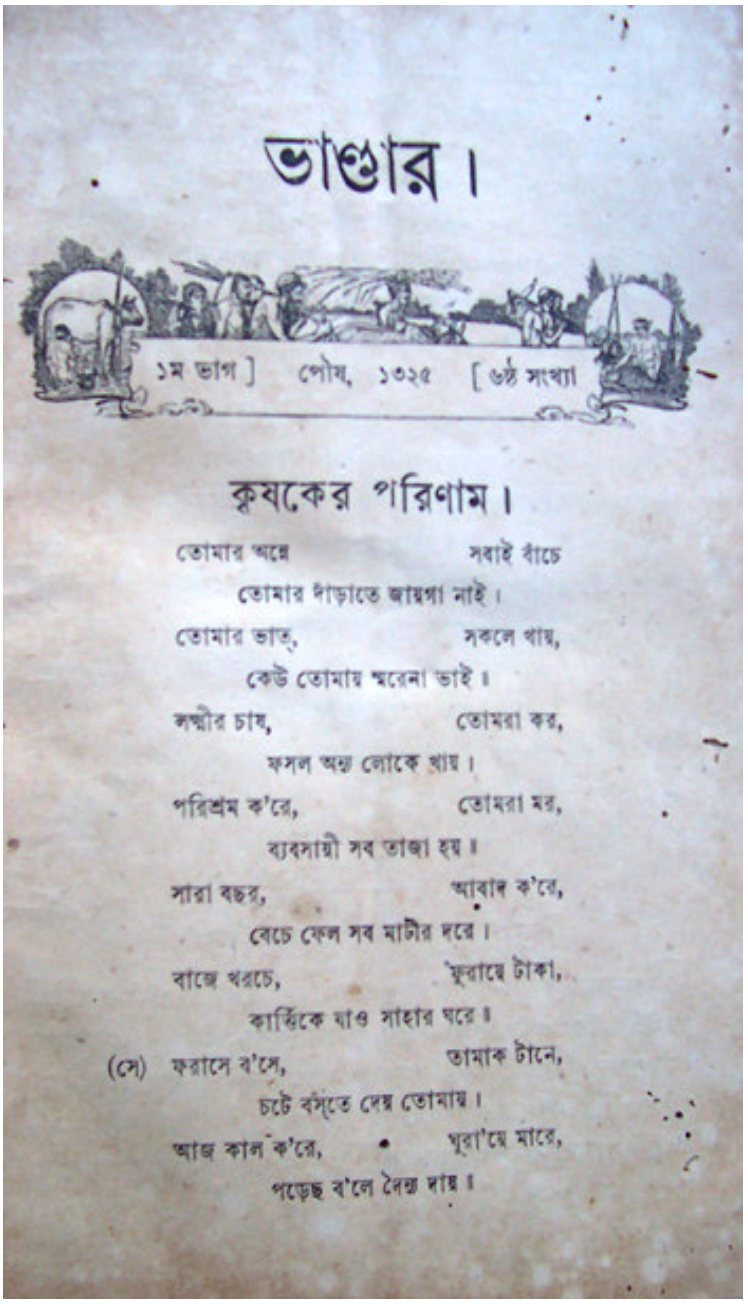

ভাণ্ডার।

১ম ভাগ ] পৌষ, ১৩২৫ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## কৃষকের পরিণাম।

তোমার অন্নে সবাই বাঁচে
তোমার দাঁড়াতে জায়গা নাই।
তোমার ভাত, সকলে খায়,
কেউ তোমায় স্মরেনা ভাই।
লক্ষ্মীর চাষ, তোমরা কর,
ফসল অন্য লোকে খায়।
পরিশ্রম ক'রে, তোমরা মর,
ব্যবসায়ী সব তাজা হয়।
সারা বছর, আবাদ ক'রে,
বেচে ফেল সব মাটীর দরে।
বাজে খরচে, ফুরায়ে টাকা,
কার্ত্তিকে যাও সাহার ঘরে।
(সে) ফরাসে ব'সে, তামাক টানে,
চটে বস্‌তে দেয় তোমায়।
আজ কাল ক'রে, ঘুরা'য়ে মারে,
পড়েছ ব'লে দৈন্য দায়।

টাকা নিয়ে,
আনা সুদের,
রেহেন দাও সম্পত্তি খানি।
ঘুম আসে না,
সুদের চিন্তায়,
তোমায় নিয়ে টানা টানি॥
অক্ষম হ'য়ে,
টাকা আদায়ে,
মহাজন দেয় নালিশ ক'রে।
আন্‌লে পরে,
নিলাম ডিক্রী,
পৈতৃক ভূমি দাও ছেড়ে॥
ঘু'রে বেড়াও,
দেশ বিদেশে,
ছেঁড়া ঝুলিটী কাঁধে নিয়ে।
সকলে ধনী,
তোমার ধনে,
কেউ তোমায় দেখেনা চেয়ে॥
কুঠার মে'রে,
নিজের পায়ে,
সেজেছ কেন ভিক্ষুক বেশ।
ছাড় হে ভিক্ষা,
ধরহে শিক্ষা,
এই মোর শেষ উপদেশ॥

মহাম্মদ খোরশিদ আলী মিঞা,
নামদার কুমুল্লি,
টাঙ্গাইল।

---

## ডেনমার্কে কৃষি-সমবায়।

ডেনমার্কে সমবায়-সমিতিগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে সমিতির প্রত্যেক সভ্যই সমিতির প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ উৎসাহী। কোন সভ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক সমিতির কোনও নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। সমিতির অন্য সকল সভ্য মিলিয়া



মঙ্গলের জন্যই সমিতির সৃষ্টি, এবং সমিতির মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তাহাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙ্গলের অতি নিকটতম সম্বন্ধ। সমিতির সহিত প্রতারণার দৃষ্টান্ত ডেনমার্কে অতি বিরল। ডেনমার্কের সমবায়-সমিতিগুলি যে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার প্রধান কারণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দিনেমারগণ কেবল মাখন প্রস্তুতের জন্য সমবায় দুগ্ধ মন্থন শালা স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। প্রত্যেকে আপন আপন গাভীর দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য তাহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভালজাতির গাভীতে দুগ্ধ বেশী দেয় বলিয়া, তাহারা সমস্ত দেশের গোবংশের উন্নতি সাধন করিয়াছে। তার পরে প্রত্যেক গাভীকে কি কি খাইতে দিতে হইবে, প্রত্যেক সভ্যকে তাহার একটা তালিকা দিয়া, যাহাতে গাভীগণ তদনুসারে আহার পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছে। বহুসংখ্যক সমিতি মিলিত হইয়া বিদেশে মাখন রপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়াছে। শ্রম চাষ করিয়া পেট চলে না দেখিয়া যাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল, নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আজ তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে।

কিন্তু দিনেমারগণ কেবল দুগ্ধের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপনাদের আয় বৃদ্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই। বণিকদিগের অতিরিক্ত লাভ করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্যও সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছে। দেশের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরে এই সমস্ত "সরবরাহসমিতির" কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত। ১,৩৫৬টী স্থানীয় সমিতি এই কেন্দ্র সমিতির অধীন। দেশের অধিকাংশ নগরে ও গ্রামে স্থানীয় শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কোপেনহেগেনের কেন্দ্র সমিতি এই সমস্ত স্থানীয় সমিতির প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য পাইকারী দামে কিনিয়া সকলকে সরবরাহ করে। এই সমস্ত শাখা সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা ১,৯৪,৩৩৭। এতগুলি লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এক সঙ্গে কেনা হয় বলিয়া

করে, তাহা নয়। অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতির আপনার কারখানা আছে, এই সমস্ত কারখানায় চকোলেট, সাবান, দড়ী, চুরুট ও বস্ত্রাদি উৎপন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় সরবরাহ সমিতির সমস্ত কার্য্য সমবায় প্রণালী মত সম্পন্ন হয়। বৎসরে যে লাভ হয়, তাহার শতকরা ৫৲ টাকা মূলধনের উপর ডিভিডেণ্ড (লভ্যাংশ) হিসাবে দেওয়া হয়। বাকী অংশ হইতে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অধীনস্থ সমিতিগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়—যে সমিতি যে পরিমাণ টাকার মাল কিনিয়াছে, তাহাকে সেই পরিমাণে লাভের অংশ দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে নিম্নলিখিত ভাবে কেন্দ্রীয় সমিতির লাভ বণ্টন হইয়াছিল :—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯১৩ সালের মোট লাভ— | ৩,০৪৮,০০৯ ক্রোন | (১ ক্রোন = ১ শিলিং $১\frac{১}{২}$ পেণি |
| ১৯১২ সালের অবিভক্ত লাভ— | ৩৫,২৫৫ „ | = প্রায় ১৪ আনা) |
| মোট— | ৩,০৮৩,২৬৪ ক্রোন | |

| | |
|---|---|
| মূলধনের উপর ডিভিডেণ্ড— | ২৩৮,৫১৩ ক্রোন |
| সভ্যদিগের লভ্যাংশ (Rebate) শতকরা $৫\frac{১}{২}$ হিসাবে, ৪০,১২১,৬৫৫ ক্রোনের পরিমাণ ক্রয়ের উপর— | ২,২০৬,৬৯১ ক্রোন |
| গৃহাদির মূল্য হ্রাস (Depreciation)— | ৫০০,০০০ „ |
| বীমা—(অগ্নি, যুদ্ধ, ধর্ম্মঘট প্রভৃতিতে লোকসান পুরাইবার উদ্দেশ্যের)— | ১০০,০০০ „ |
| অবিভক্ত লাভ— | ৩৮,০৬০ „ |
| মোট— | ৩,০৮৩,২৬৪ |



১৮৮৮ সালে এই কেন্দ্র সমিতি স্থাপিত হয়। তখন সেয়ারের টাকা ভিন্ন ৩০,০০০ ক্রোন এক ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ১৯১৩ সালে সমিতির মূলধন নিম্নলিখিত রূপ ছিল :—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সেয়ার— | ৮০৯,২০০ ক্রোন |
| ২। | রিজার্ভ ফণ্ড— | ৪,২৮২,১০৫ „ |
| ৩। | গৃহাদির মূল্য হ্রাসের জন্য ক্ষতি পূরণ ফণ্ড— | ৩,৫০০,০০০ „ |
| ৪। | বীমা ফণ্ড— | ৯৬৭,২৬০ „ |
| ৫। | অবিভক্ত— | ৩৮,০৬০ „ |
| | মোট— | ৯,৫৯৬,৬২৫ ক্রোন |

কেন্দ্রীয় সমিতির অধীন প্রত্যেক স্থানীয় সমিতিতে অন্ততঃ ২০ জন সভ্য থাকা চাই। প্রত্যেক স্থানীয় সমিতিকে কেন্দ্রীয় সমিতির ১০০ ক্রোন মূল্যের অন্ততঃ একটা অংশ লওয়া চাই। নগদ টাকা দিয়া অংশ কিনিতে অক্ষম হইলে, সমিতির প্রতি ২০জন সভ্যের জন্য একশত ক্রোনের একখানা তমসুক লিখিয়া দিলেও চলে। প্রত্যেক সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতিতে যত টাকার অংশ ক্রয় করেন, তাহার আর্থিক দায়িত্ব ও তত টাকার। স্থানীয় সমিতিগুলির প্রত্যেকের কার্য্য চালাইবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মাবলী আছে। স্থানীয় সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে প্রথমে ১০ ক্রোন চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। সমিতির কার্য্য চালাইবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করা হয়। সমিতির ম্যানেজার সমিতির গৃহে বাস করেন, তাহাকে বাটীভাড়া দিতে হয় না। ভাণ্ডারে যত টাকার দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার উপর শতকরা $৪\frac{১}{২}$ হইতে ৫ টাকা হারে ম্যানেজারকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই টাকা হইতে ম্যানেজারকে চাকরবাকর ও সহকারীদিগের বেতন দিতে হয়। বৎসরান্তে খরচ বাদে যে টাকা লাভ হয়, তাহা এবং কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে ক্রয়ের উপর যে রিবেট (কমি) পাওয়া যায়, তাহা সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ক্রয়ের অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির সভ্য না হইলে কেহই সমিতির ভাণ্ডার হইতে কিছু ক্রয় করিতে পায় না।